ছদ্মনাম এবং মুখোশ ব্যবহার প্রসঙ্গে

আবুসাইদ মাহফুজ

আমার মনে হয় বিষয়টা এখন এসে দাঁড়িয়েছে ছদ্মনাম আর মুখোশ প্রসঙ্গে। ছদ্মনামে লেখার প্রচলন আজ নতুন নয়। যেটাকে কলমী নাম ও বলা হয়। বাংলাদেশী পত্রিকা সমূহেতো প্রায়ই ছদ্মনামে উপসম্পাদকীয় লেখা হয়ে আসছে। আমার মনে হয় এখানে আরো একটি পরিভাষার ব্যাবহার এসে দাঁড়ায় আর তা হলো বহুরুপিতা।

হ্যাঁ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রমানিত যে ছদ্মনামে দোষের কিছু নেই। প্রশ্ন আসবে ছদ্মনামে লেখার প্রয়োজনীয়তা কেন? মনে করুন একটি লোক সরকারী চাকুরী করেন এবং সরকারের অভ্যন্তরে এমন কিছু অনিয়ম অন্যায় চালু রয়েছে যেগুলো তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন আবার নিজ নামে লিখতে গেলে বেচারার চাকুরীটাই চলে যেতে পারে সেক্ষেত্রে বেচারা স্বনামে না লিখে ছদ্মনামে লিখেন।

কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং বিষয়ে যেমন একটা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন ছদ্মনামের ক্ষেত্রেও একটা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন বা রয়েছে। মনে করুন একজন ব্যাক্তি অপরের নামে মিথ্যা কুৎসা রটালেন ছদ্মনামে। কিংবা ছদ্মনামের লেখক যা লিখলেন সে তথ্য ঠিক নয় তিনি আন্দাজে লিখে দিলেন। কিংবা হতে পারে ঘটনার পেছনে আরো ঘটনা রয়েছে যেগুলো লেখক জানেন না। হতে পারে উল্লেখিত ঘটনাটি অন্য একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যাক্তি বিচারপ্রার্থী হলে, কিংবা ব্যাখ্যা প্রদান করলে ছদ্মনামের লেখককে অবশ্যই দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। মূল কথা হলো দায় দায়িত্ব ছাড়া কোন লেখাই প্রকাশ হবার যোগ্যতা রাখেনা। এক্ষেত্রে সম্পাদকের ও দায় দায়িত্ব রয়েছে। সম্পাদক যে কোন লেখাই ছেপে দিতে পারেননা। এটাই গনতন্ত্রের সীমারেখা, কোন গণতন্ত্রের সংজ্ঞাতেই যাচ্ছেতাই বলা বা করাকে গনতন্ত্র বলা হয়নি। লেখক এবং সম্পাদকের দায় দায়িত্ব না থাকলে দায় দায়িত্বহীন ঐ লেখা সমূহ একে অপরের বিরুদ্ধে গালাগাল, ব্যাক্তিগত আক্রোশ মেটানোর মত কিছু একটায় পর্যবসিত হবে। যে অতীতে কখনো কখনো হয়েছে।

ছদ্মনামে লেখার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বহুরুপীতা পরিহার। যে কোন কারণবশতঃ আমি যদি আমার নাম ব্যাবহার করতে না পারি বা না চাই তাহলে আমি একটা কলমী নাম ব্যাবহার করতে পারি। কিন্তু, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তিকে চোরা গোপ্তা আক্রমণ করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ব্যাবহার করা অন্যায়। **লেখকের আই, ডি বলতে শুধু লেখকের লেখা এবং লেখার স্টাইল নয়।** বরং দায় দায়িত্ব। লেখক কে, কোথায় থাকেন। লেখক যদি অন্যায় কিছু লেখেন তাহলে সে অন্যায়ের দায় দায়িত্ব লেখককেই বহন করতে হবে। আর অন্যায় লেখা ছাপানোর জন্য সম্পাদককে ও তার দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। এটাই প্রকাশনা শিল্পের নীতি মালা। এই নীতিমালা বর্তমান যুগের ইন্টারনেট মিডিয়ার ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য।

এজন্যই বিশ্বের প্রায় সবকটি নামকরা মিডিয়া লেখা প্রকাশের শর্ত হিসেবে লেখকের নাম, ঠিকানা, দিন ও রাতের বেলার ফোন, ইমেইল সহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের শর্তারোপ করেন। এ সব দায় দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় সম্পাদক এবং প্রকাশকের উপর। সম্পাদনা এবং ব্যাবস্থাপনার মধ্যে অন্যতম পার্থক্য এখানেই। এজন্যই কেউ যদি সম্পাদকের পদ তুলে দিতে চান সে চাওয়াটা ভুল। ব্যাবস্থাপক ব্যাবস্থা করেন কিভাবে প্রকাশিত হবে কিন্তু সম্পাদক সম্পাদনা করেন যে কোনটা প্রকাশিত হওয়া উচিত আর কোনটা উচিত নয়। সম্পাদকের দায় দায়িত্বটাই সম্পাদকের সবচে' বড় কাজ। অবশ্য কেউ যদি সে দায়িত্ব কেয়ার না করেন বা স্ত্রী কন্যার ডাইরেকশন মত সম্পাদনা করতে চান সেটা ভিন্ন কথা। আমি আশা করি এ ক্ষেত্রে আমাকে যেন ভুল বুঝা না হয় এ ভেবে যে স্ত্রী বা কন্যা সম্পাদনা করতে পারবেন না বা কোন বিষয়ে মতামত দিবেন না। বরং এখানে বুঝানো হয়েছে দায় দায়িত্বের বিষয়ে। কারো স্ত্রী বা কন্যা যদি সম্পাদনার বিষয়ে পারদর্শি হন তাহলে দায় দায়িত্বটা স্ত্রী বা কন্যা নিতে পারেন সেক্ষেত্রে সম্পাদক হিসেবে যিনি দায়িত্ব নিবেন দায় দায়িত্ব তার ঘাড়েই বর্তাবে। "গাছ তোর কি নাম, ফলে পরিচয়" এটা বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত প্রবাদ। এটা কারো নানা বা নানীর বলা নতুন কিছু নয়। বা ফলের বাগানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর ছদ্মনামের ক্ষেত্রে এ প্রবাদের কোন মিল নেই। লেখকের পরিচয় লেখা দিয়ে এ কথা এভাবে প্রযোজ্য যে, লেখকের লেখা ভাল কি মন্দ সেটা লেখা পড়ে পাঠক বিচার করবেন। লেখকের সুনাম কিংবা দুর্ণাম হবে। কিন্তু ছদ্মনাম বা মুখোশ ব্যাবহারের সাথে এ উদাহরনের কোন সম্পর্ক নাই। ছদ্মনাম বা মুখোশ ব্যাবহার করে আমি যদি কাউকে আক্রমন করি তাহলে অবশ্যই আমার মুখোশ খুলে সামনে আসতে হবে। আমি যদি সত্যবাদি হয়ে কারো ভুল সংশোধন করতে চাই তাহলে, আমাকে সৎসাহস দেখিয়ে সামনে এসে কথা বলতে হবে। বিভিন্ন নামে বহুরুপী সেজে নয়। ছদ্মনাম ব্যাবহার এবং মুখোশ ব্যাবহারের পার্থক্যটা সেখানেই।

ছদ্মনাম ব্যাবহারের ক্ষেত্রে অন্য যে বিষয়টি প্রণিধাণযোগ্য তা হলো ছদ্মনামের স্পষ্টতা। অর্থাৎ ছদ্মনামকে ছদ্মনামের মতই ব্যাবহার করা কোনপ্রকার গোপনীয়তা বা ছলছাতুরীর আশ্রয় না নেয়া। উদাহরণ স্বরুপ বাংলাদেশে যাঁরা ছদ্মনামে লিখতেন দৈনিক ইত্তেফাকের ঘরে বাইরে কলাম লিখতেন সন্ধানী, আখতরুল আলম লিখতেন লুব্ধক নামে, দৈনিক সংবাদে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখতেন গাছ পাথর নামে, দৈনিক সংবাদে সিরাজুল ইসলাম চৌধূরীর কলাম পড়ে তাঁকে না চিনলেও তিনি যখন রেডিওতে একই স্টাইলে কথা বলতেন সে থেকে তাঁকে চিনে নিয়েছিলাম। উল্লেখ্য আমার আশৈশব আমি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখার ভক্ত ছিলাম। যদি ও আমি তাঁর আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত ছিলাম না। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম একজন প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবি। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সবসময় গাছ পাথর নামেই লিখতেন। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো সন্ধানী, লুদ্ধক, গাছ পাথর, বা পথিক ছদ্মনামগুলো শুনতে কারো কাছে প্রকৃত নাম বলে মনে হয় না। বিশেষত এই কলামগুলো যখন লেখা হতো আমি তখনকার কথা বলছি তখনকার দিনে এ ধরনের নামের প্রচলন ছিল না। বর্তমান যুগে হয়তো এমন নাম থাকতে ও পারে। সে যাক, এখানে আমার মূল কথা হলো উপরোক্ত ছদ্মনামগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। একজন পাঠক দেখলেই বুঝতেন যে, গাছ পাথর একটি ছদ্মনাম, কারো প্রকৃত নাম নয়। এমনিভাবে সন্ধানী, লুদ্ধক, মুসাফির, মখফী, গেদু চাচা নামগুলো ছদ্মনাম। কিন্তু মনে করুন আমার নাম আবুসাইদ মাহফুজ, আমি যদি আমার নাম নিতাই রায় লিখে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করি। তবে সেটা হবে নিঃসন্দেহে একটা প্রতারণা। কারণ প্রথমত নিতাই রায় দেখে একজন পাঠক স্বভাবতই ধরে নেবেন নিতাই রায় একজন লেখকের প্রকৃত নাম। অপরদিকে আমি যদি নিতাই রায় নাম ধরে পাঠককে বুঝাতে চাই যে, আমি একজন হিন্দু হয়ে হিন্দু ধর্মের বিরদ্ধে লিখছি তখন সেটার ভাল বাজারজাত হবে। কারণ একজন মুসলমান তো হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে লিখবেই কিন্তু হয়ে হিন্দু ধর্মে বিরুদ্ধে লিখলে বাজার বেশী পাওয়া যাবে। যেমন সাংবাদিকতার ভাষায় বলা হয়। একটা কুকুর যদি মানুষ কামড়ায় সেটা কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ নয় কারণ এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন মানুষ যদি কুকুর কামড়ায় তখন সেটা হয়ে পড়ে বড় সংবাদ কারণ সেটা সাধারণত ঘটে না।

সে যাক, তাই আসল কথা হলো ছদ্মনামের স্পষ্টতা। ছদ্মনামে লিখলে এটা যে লেখকের আসল নাম নয় এটা জানা প্রতিটি পাঠকের অধিকার। যে কোন কারণবশতঃ লেখক (বা লেখিকা) তাঁর নিজের নাম জানাতে অনিচ্ছুক। ব্যস। কিন্তু আপনার নাম মাহফুজ অথচ আপনি বলাছেন আপনার নাম মাইকেল সেটা গ্রহনযোগ্য নয়।